**ইএমই সেন্টার এন্ড স্কুল - চতুর্থ পুণর্মিলনী ও**

**বাৎসরিক অধিনায়ক সম্মেলন**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

সৈয়দপুর সেনানিবাস, বুধবার, ২৭ আশ্বিন ১৪১৮, ১২ অক্টোবর ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সেনাবাহিনী প্রধান,

সিনিয়র সামরিক অফিসারবৃন্দ,

ইএমই সেন্টার এন্ড স্কুলের কমান্ড্যান্ট,

উপস্থিত অফিসারবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

ঐতিহ্যবাহী ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স কোরের চতুর্থ পুণর্মিলনী ও বাৎসরিক অধিনায়ক সম্মেলনে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি প্রথমেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানকে। আমি আরও শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতাসহ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল শহীদ, যুদ্ধাহত এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের।

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুসংহত করার জন্য প্রয়োজন একটি বলিষ্ঠ দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর। এজন্য স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যেও জাতির পিতা শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছিলেন।

কিন্তু সে কাজ তিনি সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। তাঁর সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শুধুমাত্র জাতীয় পরিসরেই নয় বিশ্বের দরবারে একটি সুশৃঙ্খল ও আধুনিক সেনাবাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুনাম অর্জন করেছে।

আপনারা সেই আধুনিক সেনাবাহিনীর ইএমই কোরের গর্বিত সদস্য। আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কারিগরী দক্ষতার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সকল প্রকার যানবাহন ও সরঞ্জামাদি সচল রাখার দায়িত্ব অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে আপনারা পালন করে আসছেন।

আমি আশাবাদী যে, ‘সকল ত্যাগে রাখিব সচল' এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আপনারা সফলতার শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হবেন।

আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা, জঙ্গি দমন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সঙ্কট নিরসনের মত চ্যালেঞ্জ আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করে ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে একটি ‘মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে রূপান্তর করতে চাই। আমাদের লক্ষ্য এই শতকের উপযোগী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

আর এ জন্য সরকারের সকল প্রশাসনযন্ত্রকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিজেদেরকে উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশ সেনাবাবিহনীর ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আপনাদের কর্মদক্ষতা, কতর্ব্যবোধ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সফলতা এনে দিতে পারে।

আমি জেনে খুশী হয়েছি যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইএমই কোর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বর্তমান সরকারের ‘‘ভিশন ২০২১''- এর আলোকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ‘‘ফোর্সেস গোল ২০৩০'' চুড়ান্তকরণ ও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলছে।

চারটি ধাপে পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো বিন্যাস, পরিবর্তন ও আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া বর্তমান সরকারের সময়েই সম্পন্ন হবে।

‘‘ফোর্সেস গোল-২০৩০'' এর সার্বিক বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে  বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি আধুনিক, কার্যকর ও যুগোপযোগী বাহিনীতে পরিণত হবে।

সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস্ত হলে সেনাবাহিনীর প্রাপ্ত সম্পদেই আরও দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। এছাড়াও সেনাবাহিনীতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, বিস্তার ও বাস্তবায়ন সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাসের সাথেই চলমান। এই সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নে সহায়তা করবে।

আমাদের বিগত মেয়াদে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিলিটারী ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলিজি ও আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এসব প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত করার জন্য আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় স্বয়ংক্রিয় রাইফেল তৈরি করা হচ্ছে। আগে বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে এসব রাইফেল আমদানি করা হত। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্রাস্ত্র এবং গোলাবারুদ তৈরিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে।

আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, বর্তমান সরকার সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের কল্যাণমূলক কর্মকা- বাস্তবায়নে সচেষ্ট রয়েছে যা আপনাদের মনোবলকে দৃঢ় করবে। সুনাগরিক হিসেবে দেশ ও জাতির সেবা করা আপনাদের একান্ত কর্তব্য একথা সবসময় মনে রাখতে হবে।

অধীনস্ত সৈনিকদের প্রতি আপনারা অত্যন্ত যত্নবান থাকবেন। তাঁদের ভালমন্দ দেখাশোনার দায়িত্ব আপনাদের।

আমরা সৈনিকদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সেনাবাহিনীর সঠিক ব্যবস্থাপনায় এসব পদক্ষেপ সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমাদের সেনাবাহিনী বিভিন্ন দেশে শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত আছে। তাঁরা দক্ষতা ও নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

ইএমই কোরের সদস্যদের কারিগরি জ্ঞান শান্তিরক্ষা মিশনে প্রয়োগ করে বাংলাদেশের সকল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সচল রেখেছেন।

আপনারা সকলেই ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনিশিয়ান। আপনাদের কাছ থেকে জাতি অনেক কিছু আশা করে। আপনাদের মেধা শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাংলাদেশের সকলের জন্য উন্মুক্ত করবেন।

আপনাদের কোরের প্রতিটি সদস্যকে সঠিক কারিগরি শিক্ষা প্রদান অব্যাহত রাখবেন। যাতে তাঁরা অবসরে গেলে তাদের অর্জিত জ্ঞান সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারেন।

আমি বিশ্বাস করি, কার্যকর কমান্ড চ্যানেলই সেনাবাহিনীর যে কোন কাজ সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। সকলস্তরের কমান্ডারদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও তাঁদের প্রতি আনুগত্য থাকলে যে কোন কাজ দক্ষতা ও শৃঙ্খলার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব। নেতৃত্বের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখে সকল কাজে আপনারা এগিয়ে যাবেন বলে আমি প্রত্যাশা করি।

প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন হয়। সঠিক প্রশিক্ষণ সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখে। পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। দক্ষতা বাড়ায়। সর্বোপরি অনুগত থাকতে শেখায়। কর্তব্য পালনের পাশাপাশি তাই আপনারা প্রশিক্ষণও চালিয়ে যাবেন।

আজ আমি স্মরণ করছি আপনাদের পূর্বসূরীদের যাঁরা কর্তব্য পালনকালে সর্বোচ্চ আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে ইএমই কোরের ইতিহাসকে করেছেন গৌরবান্বিত এবং অনুকরণীয়।

এ বিশেষ মুহূর্তে আমি সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে ইএমই কোরের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হউন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

.....